POEMS

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

Tangerine

When once I leave this body
Shall I not come back to the world?
If only I might return
Upon a winter's evening
Taking on the compassionate flesh of a cold tangerine
At the bedside of some dying acquaintance.

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশ্বত্থের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইদুঁর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;

Before Death

We who've walked deserted fields of stubble on *Paush* evenings,
Who've seen upon the fields' far edge soft river women spreading
Fog flowers — they all, alas, like village girls of days long past;
We who've seen in darkness the *akanda* shrub, the *dhundul*
Filled with fireflies, seen the moon standing silent vigil at the head of
Fields already harvested — not lusting for the crops grown there;

We who've loved within that darkness the long winter's night,
Who've heard wings flap above thatched roofs through enchanted night;
The odor of an ancient owl — now lost again somewhere there in the dark —
We who've grasped the wonderment of winter nights — replete with deep felt joy
Of wings extended over fields — herons calling from *ashvattha* branches;
We who've comprehended all this magic, esoteric lore of life;

We who've watched wild geese outfly the hurt of hunters' shells
And wing their way away into soft blue moonglow of the far horizon,
Who've placed a loving hand on sheaves of paddy;
We who've come home flush with yearning, like the evening crows;
The smell of a baby's breath, grass, sunshine, a kingfisher, stars, and sky,
We who were aware of these, as we came and went the whole year long;

We who've seen green leaves turn yellow in the *Aghran* darkness,
Bulbuli birds and light, playing through the lattice formed by *hijal* limbs,
A field mouse rubbing chaff upon its silky fur on some wintry night,
Waves twice daily forming, flowing in gray scents of husked rice
Over eyes of solitary fish — a duck in evening's shadows at the pond's edge
Senses sleep's sweet odors — the touch of female hands bears him away;

A minaret-shaped cloud calls the golden hawk up to its window,
Beneath a wicker vine a sparrow's eggs appear as if of porcelain,
A river ever laves its banks with fragrances of gentle water,
Straw roofing casts its shadow in dark night upon a moonlit courtyard,
The scent of crickets — on greenish winds of *Baishakh*'s farther fields,

নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ;
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে;—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে: দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর? . . . রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

Thick juices ooze into the bosom of a blue-green custard apple, heavy with desire;

We who've noticed red fruit lying underneath the banyan trees thick with leaves,
The lonely fields, huddled together, staring at their faces reflected in the river,
And, all the blue skies searching, discovering the depths of one that's even bluer,
Who've observed on paths the gentle eyes that cast their umbra upon the earth;
We who've seen the twilight stretch each day through rows of betel-nut palms,
The dawn appear each day as simple and as green as shocks of fresh cut paddy;

We who've understood, after days and months and seasons have transpired,
That daughter of the earth who came to us and in the darkness spoke of
Rivers; we who've comprehended that there is another light
In fields, at ghats, on pathways: the grayness of an afternoon is in its body.
As we let go our seeing hands, that light stays constant:
Kankabati, she of earth, floats there and assumes a body of pale incense.

Before death what more do we wish to understand? Do we not know
Gray death's face awakes, arises, like a wall, at the head of all our prostrate
Reddened cravings? Once within this world were dreams; there was gold
That obtained tranquility, as if according to the dictates of some master of illusion.
What more do we wish to understand? Have we not heard bird wings call
After sunlight faded? Have we not watched the crows fly off through fog-filled fields?

নীলিমা

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি',
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা।
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল;
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী!
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী;
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা,
জ্ব'লে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

Blue Skies

Sunshine-glistening
Dawn sky, blue of midnight,
You show yourself again and again in boundless splendor
Above this forsaken city's prison walls.
Here thick coils of smoke rise and spread,
Harsh cooking fires ever glow here,
Reddish gravel smeared with hot desert breath,
Mirage-covered.
Hearts of countless travelers
Forever search in desperation, their way not found,
Their feet shackled by authority's firm chains.
O blue skies unblinking, O magician, you have with your magic wand
Cracked the very foundation of this prison of a thousand rules and laws.
Amidst the uproar of humanity I sit in solitude and wonder
With enchantments of what far fantastic place did you smear yourself
Then come alone to the real world's bloody shores,
Spreading your blue wrapper over crystal lights,
A mute dream-peacock's wing.
Wiped from my eyes are the bloodstains of an earth, hunter-pierced,
Up flare fair lamp flames through boundless skies.
Sun-broiled beaches pallid with earth's tears,
Tattered clothes, shaven-headed mendicants, pitiless this highway,
This prison for the millions about to die,
This dust—this darkness, vast, in which smoke becomes enwombed,
Sinks within blue skies—in overwhelmed, dream-widened eyes,
In conch-white clouds, in sparkling skies of a starshine night.
Split open is the dried cocoon of insect earth
By your trembling touch, O sleepless, fanciful, distant world.

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর? প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার!
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই! ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,

Sensation

Into the half light and shadow go I. Within my head
Not a dream, but some sensation works its will.
Not a dream, not peace, not love,
A sensation born in my very being.
I cannot escape it
For it puts its hand in mine,
And all else pales to insignificance—futile, so it seems,
All thought—all times of prayer,
Seem empty,
Empty, so it seems.

Who can go on, like the simple folk?
Who can stop within this light and darkness
Like the simple people? Who can speak
Like them today? Who can know
For certain anymore? Who seeks to understand
The carnal savors anymore? Who apprehends the joys
Of life anymore, like everyman?
And sows seeds anymore like everyman?
Where is that relish? And who, hungry for the harvest,
Has smeared himself with scents of earth,
Is anointed with the scents of water,
Has gazed toward light with rapt attention
And gained a peasant heart—
Who would anymore remain awake upon this earth?
Not a dream—not peace—but some sensation is at work
Within my head.

When I walk along the beach, or cross from shore to shore,
I try to ignore it.
I seize it like I would a dead man's skull
And wish to smash it on the ground. Yet it spins like a living head
All around my head,

তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে;
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি—
সেও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?
—তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশ্‌টে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এই সব স্বাদ;
—এ-সব পেয়েছি আমি; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,

All about my eyes,
Encircling my chest.
I move, it too comes along with me.

I stop—
It halts also.

As I take a seat among other beings
Am I alone becoming estranged
Because of my mannerisms?
Is it just my eyes that are bedazzled?
Is it just my path that's blocked?

Those born into this world
As children,
Those who spent much time
Giving birth in turn to children,
Or those who must produce today
The children, or they who come to the sown fields of this world
To give birth—to give birth—
Is not my heart
Like theirs, their heart and head? Is not their mind
Like my mind?
Then why am I so alone?
Yet I am all alone.

Did I not raise my hand to see it hold a peasant's plough?
Have I not drawn water by the pail?
Have I not, time and again, gone with sickle to the fields?
How many wharves and rivers have I been to
Like fisherfolk?
Algae from a pond, the smell of fish
Engulfed my body.
—All these tastes.
—All these I've had. My life has flowed
Like unchecked winds.

নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন;
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই সাধ

My mind slept as I lay beneath the stars
One day.
All these desires
I knew once—unchecked—unbounded.
Then I left them all behind.
I've looked at women lovingly.
I've looked with apathy at women.
With hate I've looked at women.

She has loved me,
And come near.
She has paid no heed to me.
She has hated me and gone away—though I called her time and time again,
Adoring her.
Yet it was actually practiced one day—this love.
I paid no heed to her words of contempt,
No attention to the anger of her hate,
And went my own way. I forgot
That star—whose sinister influence
Blocked my path of love, over and over and over again.
Still this love—dust and mud.

Within my head
Not a dream, not love, but some sensation is at work.
I leave all gods behind
And come close to my heart—
I speak to this heart.
Why does it grumble to itself, alone, like churning waters?
Is it never weary? Does it never have a moment's peace?
Will it never ever sleep? Will it not enjoy just
Resting calmly? or not know the joy
Of gazing at the face of man?
Of gazing at the face of woman?
Of gazing at children's faces?

This sensation—only this desire

পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

What does it gain, immense—profound?
Does it not wish to leave the beaten paths
And seek the starry span of sky? Has it vowed
To look upon that man's face?
To look upon that woman's face?
To look upon those children's faces?
Those sickly shadows under eyes,
The ears that cannot hear,
The hunchback—a goiter that arose upon the flesh,
A spoiled cucumber—chancred pumpkin,
All that came to be within the heart of man
—All that.

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে

In Camp

Here on the edge of the forest I pitched camp.
All night long in pleasant southern breezes
By the moon's light
I listen to the call of a doe in heat.
To whom is she calling?

Somewhere the deer are hunted tonight.
Hunters entered the forest today.
I too seem to catch their scent,
As I lie here upon my bed
Not drowsy at all
In this spring night.

Forest wonder everywhere,
An April breeze,
Like the taste of moonlight.
A doe in heat calls all night long.
Somewhere deep in the forest—beyond the reach of moonbeams—
All stags hear her sounds.
They sense her presence,
Come toward her.
Now, in this night of wonder
Their time for love arrives.
That sister of their hearts
In moonlight calls them from forest cover—
To quench their thirst—to smell—to savor!
As if this night's forest were free of tigers!
No clear fear fills those stags' breasts tonight,
Not even the shadow of uncertainty.
There is only thirst,
Excitement.
Perhaps wonder wakes in the cheetah's breast as well at the beauty of that doe's face.
Lust-longing-love-desire-dreams burst forth

আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন্‌—।

একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নিচে—জ্যোৎস্নায়!—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জ'মে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
. . . মাংস-খাওয়া হল তবু শেষ?
. . . কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মত?

In this springtide night.
Here is my nocturne.

One by one deer come from the wooded deep,
Leaving behind all water's sounds in search of another assurance.
Forgetting tooth and claw, they approach their sister there
Beneath that *sundari* tree, bathed in moonlight.
As man draws near his salty woman, lured by scent, so come those deer.
I sense them—
The sound of their many hooves.
In moonlight calls that doe in heat.
I can no longer sleep.
As I lie here
I hear gunshots
Again I hear the sounding guns.
The doe in heat calls once more in the light of the moon.
As I lie fallen here alone
A weariness wells within my heart
While I listen to the sound of guns
And hear that doe's call.

Tomorrow she will return.
In the morning, by daylight, she can be seen.
Nearby lie her dead lovers.
Men have taught her all this.

I shall smell venison upon my dinner dish.
  Has not the eating of flesh ceased?
  But why should it?
Why must I be pained to think of these deer—
Am I not like them?
On some spring night
On one of life's wondrous nights
Did not someone come into the moonlight, call me too, in the pleasant southern breezes
Like that doe in heat?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ-স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা-একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয়।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে-ভেবে।

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত
আমরা সবাই।

My heart, a stag,
Forgetting the violence of this world,
All caution cast to the winds—all fear of the cheetah's eyes—
Had not it yearned to possess you?
When, like those dead deer, the love in my heart
Lay caked with blood and dust,
Did not you, like this doe, live on
Through life's wondrous night
One spring night?

You too had learned from someone!
And we lie here, our flesh like that of dead animals.
All come, then fall in the face of separation—separation and death—
Like those slain deer.
By living-loving-longing for love, we are hurt, we hate and die,
Do we not?

I hear the report of a double-barreled gun.
That doe in heat calls on.
No sleep comes to this heart of mine
As I lie here, alone.
Yet one must silently forget the thunder of those guns.
Night speaks of other things upon camp beds.
They by whose barrels deer perished tonight,
Who relished flesh and bone of deer upon their dinner plates,
They too are like you.
Their hearts too wither there in sleeping bags.
Thinking—just thinking.

This pain, this love resides everywhere,
In the locust, the worm, in the breast of man,
In the lives of us all.
Like those slain deer in spring's moonlight
Are we all.

শিকার

ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল:
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে:
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো
ঝিলমিল করছে।

ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটি অদ্ভুত শব্দ।

The Hunt

Dawn:
Sky, the soft blue of a grasshopper's body.
Guava and custard apple trees all around, green as parrot feathers.
A single star remains in the sky
Like the most twilight-intoxicated girl in some village bridal chamber,
Or that pearl from her bosom the Egyptian dipped into my glass of Nile-blue wine
One night some thousands of years ago—
Just so, in the sky shines a single star.

To warm their bodies through the cold night, upcountry menials kept a fire going
In the field—red fire like a cockscomb blossom,
Still burning, contorting dry *ashvattha* leaves.

Its color in the light of the sun is no longer that of saffron
But has paled like wan desires of a sickly *shalik* bird's heart.
In the morning's light both sky and the surrounding dew-dampened forest sparkle like blue-green peacock wings.

Dawn:
All night long a handsome nut-brown buck, bounding from *sundari* through *arjun* forest
In starless, mahogany-like darkness, avoids the cheetah's grasp- -
He'd been waiting for this dawn.
Down he came in its glow,
Ripping, munching fragrant grass, green as young and tender grapefruit.
Down he came to the river's stinging, tingling ripples,
To instill his sleepless, weary, overwhelmed body with the current's driving force,
To feel a thrill like that of dawn bursting through the cold and wizened womb of darkness,
To awake like golden sun-spears beneath this blue sky and
Dazzle with his beauty, boldness, sheer desire doe after doe.

A strange sound.

নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এল।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

The river's water scarlet like *machka* flower petals.
Again the fire crackled—red venison served hot.
Many an old dew-dampened yarn, while seated on a bed of grass beneath the stars.
Cigarette smoke.
Several human heads, hair neatly parted.
Guns here and there. Icy, calm, guiltless sleep.

সুন্দরবনের গল্প

ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো
কাল সারারাত বাঘিনী ছিল তার পিছু-পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে

বাতাসের পায়ের মত এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মত
গহন রূপের আঘাতে যে রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়—
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণের মুখের রূপে ফেনিল হয়ে উঠেছিল
কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রূপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলাবর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দু'জনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ—এই চিতা—
জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিল ছবি
অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিল এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে
ছুটেছে হাওয়ার মত তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর চেক-কাটা কার্পেট বুনে চলেছে
দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মত ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙের মত নীল হয়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহাগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হয়ে যাচ্ছে মেহাগিনি কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মত
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে

রূপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়

A Tale of the Sundarban Jungles

A deer waded into early morning's river waters.
All last night a cheetah stalked him—
For the whole moonlit night, that sleek she-cheetah chased deer shadows.

Like wind's feet she followed the shadow he cast,
Like desire,
Flush desire born of jarring beauty
Not from malice.
Last night, a cheetah salivated at the sight of such a handsome face.
In March moonlight yesternight
Through a land of purple shading, silver dew
Through a realm of latticed windows,
Through the warmth of green and saffron breezes,
Through orange-colored wine of moonlight splashed on grassy clearings
The two of them made up last night a forest dream,
This deer, this cheetah.
Moonlight's soft sinews shaped a picture with their bodies,
Painted an exquisite portrait of a woman with a cheetah's body
Running like the wind behind her (longed-for) lover—
The interwoven branches weaving checkered carpets on their bodies—
At breakneck speed,
A thousand walls of leaves,
Opened up like windows
By March winds,
Turning indigo again like darkened tunnels
And in amongst those lush deep shadows of mahogany
He becomes a hart made of mahogany,
She, a cheetah, but bluish and wood-grained,
Surrounded by darkest night
Like a placid sea
Passionately swelling, flooding, inundating cavern after mountain cave.

In a fountain formed of silver moonlight,

হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি রাশি কাঞ্চন ফুলের মত ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেক বার
ছুটেছে ফিটকিরির ঝর্ণার মত
নীল ছায়ার পর্দার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মত জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বার করে
অন্ধকারকে তম্বুরার মত বাজিয়ে বাজিয়ে
বাতাসকে তরমুজের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে
চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা
একবার হারিয়ে ফেলেছে

In a fountain flush with wind
Their bodies blossomed forth again, like just so many golden flowers.
Off they ran, a crystalline cascade,
Now lost behind a veil of azure shadows,
Then from within those shadows mining diamond moonlight,
Plucking strings of a *tambura* darkness,
Splitting open watermelon winds
Now they find the moon, these two,
And then again they lose it.

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

Deer

I suppose it was a dream, when I espied those deer
In February's moonlight sporting through a *palash* forest;

Silver moonbeam hands caressing dewdrops, leaves—
Winds ruffling wings—pearls spilling through the holes

Twixt leaves, through forest groves, and into eyes of deer,
Those deer gamboling in this light of wind and pearls.

It seemed that smiling Sephalika Bose lights a lamp of diamonds
In that boundless forest sky behind the *hijal* branches—

Sephalika of some vanished, graying world, ah me,
Whom just those moonglow deer of February know.

Winds ruffle wings, diamonds tumble into eyes of deer—
Those deer, game playing in this light of wind and gems.

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—মাথার উপরে মশারি নেই
আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল
সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল
বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে কাতারে কাতারে
দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?
আড়ষ্ট—অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই ক'রে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!

Windy Night

Last night was rife with wind, a night of innumerable stars.
All night long pervasive winds played upon my mosquito net.
At times that net billowed like the belly of a monsoon sea,
Tearing loose from the bedstead, now and then
Wishing to fly up, up to the stars.
And then again it seemed to me—maybe still half asleep—that there was no net above my head,
That it was flying like a white heron into a sea of blue breezes, brushing Svati's hip.
Last night was such a marvelous night.

All dead stars woke last night—there was not the least space empty in that sky.
I saw the ashen faces of all the world's beloved dead within those stars.
In the dark of night, in *ashvattha* treetops, all those stars aglitter like a lusty raptor's watery eyes.
The huge sky sparkled in the moonlit night, like a shining cheetah stole upon the shoulders of
Babylon's queen.
Last night was such an amazing night.

Those stars in the bosom of the sky that died thousands of years ago,
They, too, brought through my window countless long-dead skies last night.
Those stunning women I saw die in Egypt, Vidisha, Assyria,
Seemed last night to stand in tight formation, javelin in hand, in far-off mist and fog upon the
sky's horizon—
To trample death underfoot?
To proclaim total victory for life?
To raise love's awesome, solemn, ceremonial column?
I was stunned—undone,
As though torn apart by the powerful blue tyranny of last night.
Within the sky's expansive, never-resting wings
The earth last night, like some bug, was wiped away.
From the bosom of the skies came those lofty winds,
Whooshing, panting through my window,
Like so many zebras of a verdant land, startled by the lion's roar.

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্‌টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

My heart filled with the fragrance of a vast green grassy veldt,
With the perfume of horizon-flooding blazing sunlight,
With restless, massive, vibrant, woolly outbursts from the darkness that resembled snarls of some tigress sexually aroused,
With life's untamable, indigo intoxication.

My heart tore free from earth and flew,
Flew like a balloon—drunk and bloated—rising in an ocean of blue wind,
To the mast of some far stellar ship, scattering star-birds as it went, like a mischievous vulture.

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ:
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়া ঘন পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,

Naked Lonely Hand

Darkness once again thickens throughout the sky:
This darkness, like light's mysterious sister.

She who has loved me always,
Whose face I have yet to see,
Like that woman
Is this darkness, deepening, closing in upon a February sky.

A certain vanished city comes to mind,
In my heart wake outlines of some gray palace in that city.

On shores of the Indian Ocean
Or the Mediterranean
Or the banks of the Sea of Tyre,
Not today, but once there was a city,
And a palace—
A palace lavishly furnished:
Persian carpets, Kashmiri shawls, flawless pearls and coral from seas round Bahrain,
My lost heart, dead eyes, faded dream desires
And you, woman—
All these once filled that world.

There was much orange sunlight,
Cockatoos and pigeons,
Dense, shady mahogany foliage.
There was orange sunlight,
Much orange-colored sunlight,
And you were there.
For how many hundreds of centuries have I not seen the beauty of your face,
Have not searched.

The February darkness brings with it this tale of a seashore,
Sorrowful lines of fantasy domes and arches,

লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

Fragrance of invisible pears,
Countless deer and lion parchments, graying,
Stained-glass rainbow windows,
A fleeting glow rippling over drapes like peacock plumage
From room through anteroom to further inner room
A momentary glow—
Deathless awe and wonder.

Sweat of ruddy sun, smeared on curtains, carpets,
Watermelon wine in red glasses!
Your naked lonely hand

Your naked lonely hand.

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল:
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

Banalata Sen

For thousands of years I roamed the paths of this earth,
From waters round Sri Lanka in dead of night to Malayan seas.
Much have I wandered. I was there in the gray world of Ashoka
And of Bimbisara, pressed on through darkness to the city of Vidarbha.
I am a weary heart surrounded by life's frothy ocean.
To me she gave a moment's peace—Banalata Sen from Natore.

Her hair was like an ancient darkling night in Vidisha,
Her face, the craftsmanship of Sravasti. As the helmsman when,
His rudder broken, far out upon the sea adrift,
Sees the grass-green land of a cinnamon isle, just so
Through the darkness I saw her. Said she, "Where have you been so long?"
And raised her bird's-nest-like eyes—Banalata Sen from Natore.

At day's end, like hush of dew
Comes evening. A hawk wipes the scent of sunlight from its wings.
When earth's colors fade and some pale design is sketched,
Then glimmering fireflies paint in the story.
All birds come home, all rivers, all of life's tasks finished.
Only darkness remains, as I sit there face to face with Banalata Sen.

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!
আবার বছর কুড়ি পরে—
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নরম-নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান খেতে আর;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।
জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠের হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি-সোনালি চিল—শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!

After Twenty Years

If twenty years from now I should meet her again,
Again, twenty years hence—
Perhaps beside a clump of paddy stalks
In late October—
As the evening crows head home—as the tawny river
Softens in amongst reeds and grasses—through fields.

Or, perhaps there is no longer paddy standing in fields.
No more hustle, no more hurry.
Chaff is blowing, strewn about from duck nests
From nests of birds,
Night, cold, moisture from dew collecting in the homes of *muniya* birds.
Twenty, twenty long years from now when our lives will have been spent—
If then most unexpectedly upon a path through the field we again should meet.

It might be that the moon has come at midnight, hovering behind a spray of leaves,
Thin dark branches of the *shirish* or the *jam*,
The *jhau*—the mango,
Veiling her lunar face.
After twenty years, and I've forgotten you.

Our lives will have passed full twenty years—
And then, once more, if we should see each other.

Then, perhaps, an owl alights and toddles upon the field—
And then, through the alleys shaped by babla branches,
Through the windows formed by the ashvattha,
She flies, hides herself away.
Elsewhere, quiet as eyelids closing, hawk wings fold—

That hawk, a golden gold—stalked by the dew—
If suddenly, twenty years from now, I should find in that misty haze you!

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা:
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ:
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস:
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

Merged into the Skies

Suranjana, do not go over there,
Do not speak with that young man.
Come back, Suranjana,
In this night silvered by starfire.

Come back to these fields, these waves,
Come back to my heart.
Do not go further, even further,
Yet further, with the youth.

What can you have to say to him? with him?
In skies behind skies
Today you are like earth
In which grows his love, as grass.

Suranjana,
Today your heart is grass—
Wind beyond winds,
Sky beyond the farther shores of sky.

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন;
আজো তারা শিশিরে নীরব;
পাখির ঝরনা হ'য়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব!

Come Back

Come back to the sea's shore,
Come back to paths through fallow fields,
To where the train stops
At a world of mango, *nim*, and *jhau* trees,
Come back. Once you wove an egg of blue.
Still today stars lie silent in the dewdrops.
When will you turn into a waterfall of birds
And be aware of me?

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে: ‘কোন দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে কোন পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ’লে পাই নাকো টের!
বোচকা বেঁধেছো ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

‘পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই-তো সে-দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

‘এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ’লে তবে কোন পথে?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর! . . .
যেখানেই যাও চ’লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!’
বলিল অশ্বত্থ সেই ন’ড়ে-ন’ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

Said That *Ashvattha* Tree

Said the *ashvattha* slowly: "Which way are you headed—
Where do you wish to go?
We've all been neighbors so long, so very, very close.
Your sun-stained straw huts, they're standing yet.
And here you go forsaking home and lands,
Heading where, what path—I have no idea.
You've wrapped up your belongings, even the broken bowls, that leaky pot.
Now where are you set on going?

"Not fifty years have passed, why, it seems just yesterday
Your grandfathers, fathers, uncles
—yes, I remember them well.
Here on the edge of these very fields they bought land, built their straw huts
And in this land, on these paths with all this grass and paddy, and trees of *nim* and *jamrul*,
They paid off their debt of sorrow with life's hopes, hunger, and exhaustion.
Standing here I watched it all—it seems like just the other day.

"You won't stay any longer? Which way are you headed?
I suppose there's greater peace somewhere else—more hope?
A deeper sense of life, I guess?
And that's why you'll go there to build your huts of hope.
But, no matter where you go, life itself does not change.
No matter where you build your hope-filled huts, a tale of hunger, dreams—
A tale of pain and separation shall show itself in graying hair."
So said that *ashvattha* tree, trembling in the darkness overhead.

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ;

বধূ শুয়েছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;

A Day Eight Years Ago

It was heard
They took him to the morgue.
Last night in the February dark
When the crescent moon, five days toward full, had set
He'd had the urge to die.

A wife had lain beside him—a child, too.
There had been love, hope, in the moonlight.
Then what ghost did he see? why was his sleep disturbed?
Or maybe he hadn't slept for days. Now, lying in the morgue, he sleeps.
He had sought this sleep perhaps.
Like a plague rat, mouth smeared with frothy blood, neck slack
In the bosom of a dingy cranny, now he sleeps.
Never again will he wake.

"Never again will you wake
Never again will you know
The unremitting, unrelenting grievous
Pain of waking."
As though some stillness stretched its camel's neck
Through his window
And said these words to him
When the moon had sunk into strange darkness.

But the owl is awake,
And the decrepit, putrefying frog begs a few moments more
Among anticipated warm affections—beckoned by another dawn.

I sense all around me the unforgiving opposition
Of my mosquito net, invisible in the swarming darkness. The mosquito stays awake within his blackened monastery, in love with life's flow. Flies alight on blood and filth, then fly again to sunlight.

সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি। ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধু
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;

How many times have I watched the play of winged insects on waves of golden sunshine.

An intimate sky, it would seem—some pervasive life force
Controls their hearts.
The grasshopper's constant twitching, caught in the mischievous child's grasp,
Fights death.
Yet in that foremost darkness after moonset, you, a coil of rope in hand,
Had gone alone to the *ashvattha* tree,
Knowing that the grasshopper's life, or the *doyel* bird's, never meets with
That of man.

The *ashvattha* limb,
Did it not protest? Did not the fireflies in a cordial throng
Appear before you?
Did not the blind and palsied owl come and
Say to you: "Old lady moon has sunk in the flood, has she?
Marvelous!
Let's now catch a mouse or two!"
Did not the owl screech out that raucous news?

This taste of life—the scent of ripe grains in an autumn afternoon—
You could not tolerate.
In the morgue, is your heart at ease,
In the morgue, in that suffocating stillness
Like a flattened rat, bloody lipped!

Listen,
However, to this dead man's tale. He lacked
Not love of woman,
Nor did married life's expectations
Go unfulfilled.
From time's churnings emerged a wife
And honey, the mind's honey
She let him know.
Never in this life did he shiver
In the cold of hunger's draining pain.

তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

And so,
In that morgue,
Flat out he lies upon a table.

I know, yet I know,
A woman's heart—love—a child—a home—these are not everything,
Not wealth nor fame nor creature comforts—
There is some other perilous wonder
Which frolics
In our very blood.
It exhausts us—
Fatigues, exhausts us.
That exhaustion is not present
In the morgue.
And so
In that morgue
Flat out he lies upon a table.

But every night I look and see, yes,
A blind and palsied owl come sit upon the *ashvattha* branch,
Blink her eyes and say: "Old lady moon has sunk in the flood, has she?
Marvelous!
Let's now catch a mouse or two!"

Oh profound grandmother, is still today so marvelous?
I too, like you, shall grow old—I shall cast old lady moon across the flood, into the whirlpool.
Then we two together shall empty life's full store.

পাখি

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল;—তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি।
পাখি? না ফড়িং কীট? পাখি? না জোনাকি?
বাদামী সোনালী নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ!

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে? কত দূর চেয়েছে উড়িতে?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিল? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে!

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ-জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হল যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে;
তবু আহা, রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙীন তুলোর বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়ে-চেড়ে,

Bird

Exhausted, you remain fast asleep. To whom,
Therefore, can I, in this moonlit night, make known
My feelings, the source of this utter wonderment of mine,
Come from the stars? You are not awake.

Upon my breast there weighs this bird.
Bird? or cricket? bird? or lightning bug?
Brown-gold-blue down, down hidden in more down.
He came on such a winter's night alone

From some still grass,
From paddy sheaves sometime, somewhere,
From an egg of silk he went and caught
The shivers, this shivering chill.

In moonlight, in the winter's cold,
Whom had he sought? How far had he wished to fly?
Had deserted fields of stubble pained
Him so? But where in the world is there no sorrow?

No, no, the look upon his face was that of dreams, of courage.
He'd not known pain, but put his faith in
Splendid life.
Down, and beak, and feathers—these were his pride.

In moonlight, in the winter's cold,
He, after all, was obliged to come into my hard hands.
With death abundant all around, why do I balk at granting it
To you? Am I too not a bird, nestled in hard, unseen hands? And no one,

Distraught, will think twice about discarding me: I know I won't by some mistake
Be spared. Yet, as I gently finger this colored cotton ball
Wet with evening dew, I see, as I quietly examine it,

সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয়;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

পৃথিবীতে; এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর;
ইহাদেরো; অজস্র গভীর রং পালকের ’পর
তবে কেন? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিল জ্যোৎস্নার সাগর?
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর।

Fear seems to flood those golden,

Glistening eyes. This bird, so small—yet he had learned it all. What a wonder—
That fear and pain are present in the hearts even of creation's smallest creatures.
Not hope, not longing, neither love nor dreams,
But all about in this world hangs the stench

Of separation. Such sorrow is in their hearts too,
Theirs, too. It weighs upon that richly colored plumage.
But why? Why had these golden eyes searched moonlight's ocean,
Only to leave, to seek out some far-off universe?

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁট বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু; আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে . . . চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

Vultures

Vultures sail the entire afternoon from field to field through
Asia's skies. They've watched mankind—his markets, haunts, and hovels.
The still, outlying lands belong to them. There, where the field's harsh

Silence stands beside the sky like yet another sky, the vultures land together,
Alighting from hard clouds, as though, smoky gray, the mythic
Elephants that guard the compass points had fallen, tired, leaving distant lights. All these

Forsaken birds descend to earth upon Asia's fields for a few moments only- -
Then mount once more their huge swart wings and fly to palm trees, horns of hills,
An ocean's shore. Gazing on the earth's grand beauty, they watch seafaring

Ships crowd the dark of Bombay's harbor, then glide away to soothing
Malabar, circle the sad corners of some minaret, those many vultures,
Oblivious to birds of the world, then drift to some far shore of death.

It's as if the Vaitarani river, or some morose lagoon separated from this life,
Weeps, then stares to see when into deep blue fades that horde of feathered Huns.

পথ হাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে:

সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেণ্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা-আর-মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

Walking

As if beckoned by a memory, alone I walked many a sidewalk
Of this city. I often watched bus and tram plying their designated ways,
And then at last to leave their route and calmly enter into a world of sleep.

The whole night through, gaslights perform their tasks, burning brightly.
None errs: bricks, buildings, billboards, windows, doors, roofs,
All silently perceived their need for sleep beneath the sky.

As I walked alone I sensed a peace profound within their hearts.
It was late then, the many lonely stars surrounding
Monument and minaret, and I wondered had I ever seen anything

So natural, uncomplicated as that monument- and star-filled Calcutta?
I glance down: cigar burning silently, a gust of wind full of chaff and dust.
I shut my eyes, stand aside. Withered leaves, all brown, are blown

From trees. In Babylon just so I walked alone at night for some such
Reason. Why, I have no idea today, thousands of hectic years later.

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো এই-যে ট্র্যামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্র্যামের লাইন,—মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করেছে আমাকে।
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে কোনো নীল শিরার বাসাকে
কাঁপতে দেখবে না তুমি;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের
আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার!
প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না!
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো মনে হবে না;
প্যাঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।

On City Sidewalks

It is late—so very late at night.
From one Calcutta sidewalk to another, from sidewalk to sidewalk,
As I walk along, my life's blood feels the vapid, venomous touch
Of tram tracks stretched out beneath my feet like a pair of primordial serpent sisters.
A soft rain is falling, the wind slightly chilling.
Of what far land of green grass, rivers, fireflies am I thinking?
Where are the stars?
Have those stars been lost?
Beneath my feet the slender tram track—above my head a mesh of tangled wires
Chastises me.
A soft rain falls, and the wind seems lightly chilling;
But you'll not see a single mallard's nest quiver in the face of this cold Calcutta wind so very late at night.
No dove will come to tell you of its broken sleep's soft bluish flavor, broken by olive leaves.
You'll not mistake a yellowed papaya leaf for an unexpected bird,
Nor will your eyes grow large with recognition as you comprehend creation as thick fog.
Nor will an owl rub her gray wings on an *amlaki* branch here,
Nor from that limb will sapphire dewdrops fall,
Nor will her call bring forth here stars like subtle fireflies,
Nor make the nighttime even bluer.
You'll not see here green grass strewn with countless dead *dewali* bugs,
Nor will the world here seem to you a soft and green and gorgeous dead *dewali* bug,
Nor life itself a cold yet gorgeous, dead, green bug.
The owl's call will not here bring forth stars like subtle fireflies,
Nor will the call of dewdrops bring forth stars like subtle fireflies,
Nor will your eyes grow large with recognition as you comprehend creation as thick fog.

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে
আজ রাতে ঢের মেধ হিম হ'য়ে আছে দিকে-দিকে।
পাহাড়ের নিচে—তাহাদের কারু-কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে;
চাঁদের আলোর নিচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু-বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

Wristwatches

Reduced to rubble by the cannon's quake
Tonight many a sacrificial offering lies strewn about, cold.
Below a mountain—wristwatches on some of them
Whose hands of time perhaps yet slowly circle.
Beneath the moon's glow all these strange timekeepers
Will talk for a while—
And tripping as if with the gladdened urges of their mechanical hearts,
Will sip bright starlight.
Puddles of dewdrops fallen from olive leaves,
Sounds of a distant sea,
The wailing of wind—desolate, like a white sheet,
Their life's story will tick on a few moments more.
Dim, and growing ever dimmer,
They will wake to endless darkness of inexhaustible sunlight.

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল; ভিখিরীর ভুলে: এক পৃথিবীর ভুলচুক।

Beggar

I got one pice at Ahiritola,
I got one pice at Badur Bagan.
If I could just get one more,
I'd walk away with dignity
—he said, stretching out his hand in the dark.
It was as if a blind man yearned with all his being to weave cloth,
But his efforts become as the conch-shell craftsman's saw in crippled hands.

I got one pice while roaming through the parks,
I got one pice at Pathuria Ghata.
If I could just get one more,
I'd have some rice husked
—he said, extending his neck till the light from the gas lamp fell upon his face.
But in the crowd—on Harrison Road—was a deeper sadness.
A world's mistake: a beggar ignored. A failure of the world.

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের:
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা-শাদা ছোটো ঘর নারকেলখেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'লো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে:
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

Inevitable

On the coast of the Western Ghats there's a harbor, the domain of white women.
Though I've seen much of oceans all about this world:
Through sunlight on bluish waters, Kualalumpur, Java, Bali, Sumatra and Indo-China,
Far I have ventured—but, right here, the brown Malayali
Gazes out upon the indigo desert of the sea and cries the whole day long.

Little white cabins in a field of coconut palms,
More intensely white in the light of day, neat and clean like fireflies.
All the white-skinned couples go there and bask in time
Like just so many sea crabs, but the Malayali, falsely cowed,
Gazes out upon the indigo desert of the sea and cries the whole day long.

According to trade-wind tales, one day at century's end
An insurrection arose here, on the hip of the indigo sea.
One day, to the delight of those trade winds,
In all directions, palm trees—cloudy booze—brothels—arsenic—kerosene
Gaze out upon the indigo desert of the sea and resist the whole day long.

The whole day long from afar, through sunshine, through debauchery, those nine and forty
Winds blow smoke away—dispersing winds, winds from the north,
Which leave chill the whitewashed cabins in that coconut grove.
Red gravel paths—a blood-red church spire seen through breaks in amongst the green:
They gaze out upon the indigo desert of the sea, then merge into blue skies.

আবছায়া

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেল বেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষণ্ণতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে দুয়ে দুয়ে যোগ ক'রে তিন
লিখে যায় সারাদিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফসল নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারারাত
গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে;
কিছুই করে না অস্বীকার।

-২-

নির্মীল জলের ঢেউয়ে নদী চ'লে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকাল বেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চ'লে গেছে।
চ'লেছে সে জলপায়রার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে
বাদামী মাটির পরে ঝ'রে পড়ে পাতা।
এই সব সাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।
আমারো আঙুলে প'ড়ে থেমে থাকে—যতদিন আছে—
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়
কেবলি সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে;
বার বার অপরাহ্ণের মৃত্যু হয়।
জানে না কি বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে
পুরাতন খসড়ায়—অথবা বিপ্লবে।

Shadows

Today at dawn acute exhaustion.
In the afternoon, too, today acute
Melancholy weighs upon the bosom of the earth.
All day a peasant adds together two and two
And in his field comes up with three.
He has nothing anywhere to harvest.
The whole night long he lies cowering
Beside chilled skeletons.
Not a thing does he reject.

-2-

A river flows in choppy waves.
It has nothing but its water.
Morning turned to afternoon at some point
And, too, the century we knew passed away.
It probes for swallow's nests.
On the river bank
Upon its brown mud leaves fall.
All this is common simple certainty.
On my finger, too—for as long as there is—
A yellow leaf alights. Somewhere in a nearby tree
A *kokil* sings at cold emptiness,
And comparable to that bird's frightful single-mindedness
Is the surety of times changing in the civilized world.
Afternoons die again and again.
He knows not by what substance he is to be satisfied:
By old rough drafts—or by revolution.

খেতে প্রান্তরে

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে;
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

-২-

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এ-দিকের দিনমান—এ-যুগের মতো শেষ হ'য়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

-৩-

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিলো খেতে;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।

In Fields Fertile and Fallow

A simple creature had lived in many an emperor's realm
When finally one day he gazed four or five yards ahead
And saw no emperor anywhere, but still no revolution,
Only the silence of a peasant and his bullock in the noonday field.
As afternoon in Bengal's fallow fields edged forward
Blending gradually with the rivers' estuaries
While Babylon and London rose and fell—
Yet he kept his back turned.
The late afternoon was such that laborer
With ladylove arrived.
When man dies his mummy's tomb sprawls out
In a mile of sunlight.

-2-

Once again afternoon fades into estuaries.
The whole day a single peasant worked
The field with his bullock.
This century turns shrill.
Long shadows cast by trees
Stretch over Bengal's barren tracts of land.
Daylight hours here—and for this era—are over now.
And the peasant, unawares, caught in the remnants of March-April twilight
Yet stands steadfast, gazing back at afternoon;
Nineteen forty-two, it seems.
But is it really nineteen forty-two?

-3-

He holds no hope of peace nor passion anywhere.
He was born; he will die one day.
He had come to the field with the rising sun.
With sunset he departed.
He slept soundly, for he knew the sun would rise again.

আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

-৪-

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই-তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইণ্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

That night dew played
With memories primeval.
The wan plough of a peasant,
All those rich dark clods overturned by plowshares,
A world about a quarter mile in length
He worked constantly all the day and now lies
On an unturned plot, true or false?

-4-

Blinded by the brilliance of a bloody flood, this simple creature
Finds no relief as yet.
Here the earth is rugged
With its cracks and fissures of an April field.
There are no more promises.
Mere stacks of straw extending for two, three miles,
And even then, not like gold.
Only the sound of sickles drowns out the world's cannons,
Pathetic, meek, homeless.
There are no more promises.
While water birds scurry to and fro, the river of the afternoon listens earnestly
To the tune of its own waters.
Has the cultivator, human being of today, arisen from an amoeba
Through some purposeless expansion
From a comedy of errors in a sea overspread with blue?
Buddhist shrines, the cross, ninety-three, Soviet myths and promises
Are all histories of eras ending. Life amid the shoreless mega ocean
Perhaps was fully cognizant of this, and Naciketa, more than Praceta,
Instantly became the favored model
For the first and final man in common mankind's light of sun.

এই কি সিন্ধুর হাওয়া

এই কি সিন্ধুর হাওয়া?—রোদ আলো বনানীর বুকের বাতাস
    কোথায় গভীর থেকে আসে!
অগণন পাখী উড়ে চ'লে গেলে তবু নীলাকাশ
    কথা বলে নিজের বাতাসে।

রাঙা মেঘ—আদি সূর্য—স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবহার সব
    ফুরিয়ে গিয়েছে কত দূরে।
সে অনেক মানবীয় কাল ভেঙে এখন বিপ্লব
    নতুন মানব—উৎস কোথাও রয়েছে এই সুরে

যাযাবর ইতিহাসসহ পথ চিনে নিতে চায়।
    অনেক ফ্যাক্টরি ফোর্ট ব্যাঙ্কারেরো আত্মস্থ মনের
আমার ভিতরে অমা রজনীর ভূকম্পনে কথা ব'লে যায়:
    আলো নেই, তবু তার অভিগমনের।

What Sort of Sea Breeze Is This

What sort of sea breeze is this?—heat of sun, light, wind off forest's chest
From where deep down does it come!
Though countless birds have flown away, still the blue sky
Speaks through winds all its own.

Reddish clouds—primordial sun—natural ways of social interaction
Have all been spent, expended utterly.
Tearing down much of human time, it now is revolution
A new mankind—whose genesis lies somewhere in this melody

Wants to find the path amenable to ever shifting history.
It speaks through earthquakes of a moonless night, in me
In many factories and forts, even bankers' inner thoughts:
There is no light, still then there's something of its coming.

অদ্ভুত আঁধার এক

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

A Strange Darkness

A strange darkness has come upon the world today.
They who are most blind now see,
Those whose hearts lack love, lack warmth, lack pity's stirrings,
Without their fine advice, the world today dare not make a move.
They who yet possess an abiding faith in man,
To whom still now high truths or age-old customs,
Or industry or austere effort all seem natural,
Their hearts are victuals for the vulture and the jackal.

রূপসী বাংলা—#1

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কল্মীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপ্সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক: আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#1)

Again I shall return to the Dhansiri's banks, to this Bengal,
Not as a man, perhaps, but as a *shalik* bird, or a white hawk.
As, perhaps, a crow of dawn in this land of autumn's new rice harvest,
I'll float upon the breast of fog one day in the shade of a jackfruit tree.
Or I'll be the pet duck of some teenaged girl — ankle bells upon her reddened feet —
I'll spend the whole day floating on duckweed-scented waters.
Once again I'll come, smitten by Bengal's rivers, fields, to this
Green and kindly land of Bengal, moistened by the waves of the Jalangi.

Perhaps you'll gaze at buzzards soaring, borne upon sunset breezes,
Perhaps you'll hear a spotted owl screeching from a *shimul* tree branch,
Perhaps a child is strewing puffed rice on the grass of some home's inner courtyard.
Upon the Rupsa river's murky waters a youth perhaps steers his dinghy with
Its torn white sail—reddish clouds scud by, and through the darkness, swimming
To their nest, you'll spot white herons. Amidst their crowd is where you'll find me.

রূপসী বাংলা—#2

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#2)

I have gazed at Bengal's face, and hence the world's beauty
I no longer go to seek. In the darkness I awake and glimpse
Upon a fig tree, sitting underneath a big umbrella-looking leaf,
The early morning magpie robin. I notice all around me piles of leaves
Of *jam* and banyan, of jackfruit, *hijal*, and *ashvattha*, lying still;
Their shade falls on the cactus clump, on the *shati* copse.
I know not when near Champa, Chand, from his boat, the Honeybee,
Had seen Bengal's exquisite beauty, those selfsame azure shadows cast by

Hijal, banyan, *tamal* trees. Behula, too, upon a raft out on the Gangur river,
When the sliver of a waning moon had died away atop some sandy shoal,
Had seen countless banyan and *ashvattha*, by the golden paddy fields,
Heard the *shyama* songbird's gentle tune, and once had gone to Amara, where
When she danced her clip-winged-wagtail-bird-like dance at Indra's court,
Bengal's rivers, fields, *bhant* blossoms wept like ankle bells around her feet.

রূপসী বাংলা—#3

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
ব'সে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে:
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে: নরম ধানের গন্ধ—কল্মীর ঘ্রাণ
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,—লাল-লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ:
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#3)

I remained sitting on this very grass as seven stars appeared in
The sky. Clouds, *kamranga* red, sank like lifeless *muniya* birds
In Gangasagar's waves, where the Ganges meets the bay. Then came
Bengal's calm, compliant, bluish eve—like a maid with flowing tresses,
Come into the sky. Her hair floated on my eyes, swam across my face.
No pathways through this world have ever seen this maid—nor had I ever seen
A kiss of hair so rich and full, held so long, tumble onto *hijal*, jackfruit, *jam*.
I know not whether such a redolence spills from pretty women's coifs

Along the world's paths: the scent of tender paddy, of *kalmi* water weeds,
Duck feathers, reeds, pond water, the subtle smells of *punti* fish and *chanda* fish,
A young girl's moistened hand, wet from rinsing rice—that cold hand,
The aromatic *mutha* grass tread upon by a young boy, the anguished scent of
Tired silence from the banyan's crimson berries. Within this beats Bengal's heart.
When seven stars appeared in the sky, I sensed all that.

রূপসী বাংলা—#4

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায়;—
সেদিন র'বে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধূলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভীড়
বহু দিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,

আমারে দিয়েছে তৃপ্তি; কোনো দিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাই নি দিন মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল।

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#4)

The day I leave all of you to disappear into the foggy distance,
That day death, cloaked in darkness, will have begged away
My body. That day for a fleeting moment on this Bengal's river bank,
Reposing on this bank in blue Bengal, what shall I think, all alone?
No regrets to trouble the heart that day, for after all, I've lived my life in
Bengal, amidst her grassy dampness-scented dust, surrounded by Bengalis,
Who still now pass their monsoon-freshened lives in the soft
Thick rhythms of the *kirtan*, *bhasan gan*, *rup-katha*, *pancali*, and *yatra*.

Such joy! Never have I spent a month, not a single day away, forgetful of
My Bengal's face, away, on paths through graceless foreign lands,
like some caged, ruined parrot. In this honeyed world of Behula and Lahana,
On paths caressed by the dust of their feet, is where I've offered up my heart
To Bengali womankind, smooth rice-steamed hands, winnowed paddy in her hair,
In those hands, her sari's red border—green mangos, a *kamranga*, and a *kul*.

রূপসী বাংলা—#5

কত ভোরে—দু'-পহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল শুপুরির বন
বাতাসে কাঁপিছে ধীরে;—খাঁচার শুকের মতো গাহিতেছে গান
কোন এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুল ধান
বাংলার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ
তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিখের গানে তারে জাগিতেছে প্রাণ—
সারাদিন—সারারাত বুকে ক'রে আছে তার শুপুরির বন;

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন:
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্দুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল; করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#5)

At daybreak, midday, and in early evening I watch a stand of bluish betel palms
Flutter gently, slowly in the breeze. Like a caged parrot, some princess
Sings. She wears a sari made of grass. Her black hair is the paddy,
Bengal's autumn rice crop. Cordially she welcomes them inside her courtyard.
In that maiden's heart is the scent of water. She does not sleep,
Neither does she ever die. She does not even lie upon a bed, nor does she wane.
Lakshmi's owl, the *shalik* and the *shyama* bird, by their songs awake in her vital spirit.
All day long, all night, she takes into her heart that stand of betel palms.

In the morning, light comes at the crow's call. I look and see black raven-crows
Spread across the betel palms' green jungle. Srimanta, too, saw as much
When, made speechless by the peacock clouds at sea at dawn, he,
From his sojourn in a distant land, returned and witnessed Bengal's betel groves --
Unexpectedly a deep, an intense blue. He heard the weary caw of doleful crows,
When they, so many, many centuries ago, had likewise called.

রূপসী বাংলা—#6

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী;
ছড়ায়েছি খই ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে;
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন,—দেখিয়াছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে,—এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকা টিপ তুমি কপালের 'পরে
পরিয়াছ . . . তারপর ঘুমায়েছ: কল্কাপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার 'পরে; নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি

নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ,—বউকথাকওটির ছানা
নীল জামরুল নীড়ে—জ্যোৎস্নায়—ঘুমায়ে রয়েছে যেন, হায়,
আর রাত্রি মাতা-পাখিটির মতো ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা। . . .
আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
চ'লে গেছি বহু দূরে;—দেখ নিকো, বোঝ নিকো, কর নিকো মানা;
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন—পানের বাটায়।

(১৩২৬-এর কতকগুলো দিনের স্মরণে)

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#6)

I was your companion, time and again, meandering among banyan, *ashvattha* trees.
I strewed paddy and puffed rice many a day in the courtyards for the *shalik* birds.
I plucked the duck from ponds at twilight, brought it to you on more than one
Occasion. I watched you light the incense, watched you hold the evening lamp
In hands dewy and white like banana flower petals. The night seemed about to fall,
So you plaited your hair in one long braid, and you touched to your forehead
A *kanch* beetle's wing of iridescent green. Then you fell asleep, the embroidered border
Of your sari draped over your betel box. With a body soft as custard apples,

Reposing on a lonely couch you slept, like a *bou-katha-kao* fledgling
Nestled in some bluish *jamrul* tree in moonlight, you slept. Ah, sleep!
While night, like the mother bird herself, held its brooding wings outstretched.
I today am bleary-eyed, have ventured far through brambles, through the dust
Of a spent life. Did you not see or understand or try to stop me? You, dear one,
Just a pretty conch-shell pillbox, heartless, tucked away inside that betel tin.

(in remembrance of a time in 1919)

রূপসী বাংলা—#7

মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া: পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূর চোখ যেতে পারে
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন আকাঙ্ক্ষার রক্ত, অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বার বার—কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালিধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার বার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখে:
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব।

(Untitled, from the sonnet cycle *Bengal the Beautiful*—#7)

On coming to this earth's paths, I've suffered human pain but also savored
Laughter. I've seen far off, there in the sky on a hill of chalk white clouds,
The sun's red charger, like Pakshiraja, King of Birds, beating orange wings, as he
Rips through nighttime's fog. I've seen among the reeds the yearnings of white geese
Come alive with joy—they float free like wind itself upon the river's current
Cackling, clucking. I've seen green grass, as far as eyes can travel I've seen
Grass, made manifest profusely—covering, enveloping weary sorrows of
This world. I've seen *basmati* paddy, *kash* catkins swaying, as though erasing, time

And time again, desire's blood, transgressions. From some mysterious mist
Wherein none is born and no one dies, from such a magical place emerge
Scarlet sunlight, autumn rice, grass and *kash*, the geese who keep concealed
Our crude questions, tired hungers, impending death, who leave intact our stunned
Silence. On this earth's paths I've often stumbled, shed some tears. But
Those geese, that *kash*, paddy, sunshine, grass come and come again, erasing all.